ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন-২ অধিশাখা

বিষয়: **"ভূমির জোনিং, ব্যবহার ও সুরক্ষা আইন, ২০২৩" ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষিজমি সুরক্ষাসহ ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে "ভূমির জোনিং, ব্যবহার ও সুরক্ষা আইন,২০২৩" নামে নতুন একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনটি বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে জনসাধারণের পরামর্শ/মতামত গ্রহণ প্রয়োজন।

২। বর্ণিত অবস্থায় "ভূমির ব্যবহার ও সুরক্ষা আইন, ২০২৩" এর চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে জনসাধারণকে জ্ঞাতকরণসহ তাদের নিকট হতে মতামত/পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে আইনের খসড়াটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

২৫.১০.২০২৩
(জাহিদ হোসেন ছিদ্দিক)
উপসচিব
ফোন- ০২-৫৫১০০৪৬
ইমেইল
law2@minland.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ইউও নোট নম্বর- ৩১.০০.০০০০.০৪৩.৬৮.০০৪.২৩. ৬৬৩০ তারিখ: ২৫/১০/২০২৩

সদয় অবগতির জন্য:
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ভূমির জোনিং, ব্যবহার ও সুরক্ষা আইন, ২০২৩

বিল নং ....., ২০২৩

ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার, জোনিং ও সুরক্ষার বিধান প্রণয়নকল্পে আইন

যেহেতু, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন, বাড়ি-ঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কার্য, শিল্প-কারখানা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের কারণে প্রতিনিয়তই ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণিগত ব্যবহারের পরিবর্তন হইতেছে, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড় ও জলাশয় বিনষ্ট হইয়া খাদ্য শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে এবং পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়িতেছে;

যেহেতু ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া পরিকল্পিত জোনিং এর মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন কায়েম করা দরকার;

যেহেতু, অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন, আবাসন, বাড়ি-ঘর তৈরী, উন্নয়নমূলক কার্য, শিল্প-কারখানা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণরোধ করিয়া ভূমির শ্রেণি বা প্রকৃতি ধরিয়া রাখিয়া পরিবেশ রক্ষা ও খাদ্য শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি, বনভূমি, পাহাড়, টিলা ও জলাধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল;

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**– (১) এই আইন 'ভূমির ব্যবহার, জোনিং ও সুরক্ষা আইন, ২০২৩' নামে অভিহিত হইবে;

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন কার্যকর হইবে;

(৩) ইহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ- ভূমি মন্ত্রণালয় অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ;

(খ) 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ- ভূমি মন্ত্রণালয় অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(গ) "কমিটি" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিধি দ্বারা গঠিত কমিটি;

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(ঙ) 'অকৃষি ভূমি' অর্থ সাধারণভাবে বুঝাইবে- কৃষি ব্যতীত সকল ভূমিই অকৃষি;

(চ) 'কৃষি ভূমি' অর্থ- চাষযোগ্য ভূমি যাহা চাষ করা হয় অথবা চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয় অথবা মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল অথবা প্রাণিপালন কার্যে ব্যবহৃত হয়;

(ছ) 'কৃষি ভূমির ফসলের প্রকার' বলিতে,-

(অ) **'এক ফসলী'** অর্থ- যে জমিতে বছর জুড়ে (চৈত্র- ফাল্গুন) একটি ফসল চাষের চর্চা করা হয়;

(আ) **'দুই ফসলী'** অর্থ- যে জমিতে বছর জুড়ে (চৈত্র- ফাল্গুন) দুটি ফসল চাষের চর্চা করা হয়;

(ই) **'তিন ফসলী'** অর্থ- যে জমিতে বছর জুড়ে (চৈত্র- ফাল্গুন) তিনটি ফসল চাষের চর্চা করা হয়;

(ঈ) **'উদ্যান ফসল'** অর্থ- যে মাঠে কয়েক বছর বা বহু বছর ধরিয়া একই ফসল জন্মানো হয় বা ঐ ফসলের ফল ভোগ করা হয়;

(উ) **'মাঠ ফসল'** অর্থ- -মাঠে প্রতিবছর যে ফসল জন্মানো হয় যার ফল বছরান্তে ভিন্ন হইতে পারে;

(জ) 'জলাধার' অর্থ- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২(৫) ধারা অনুযায়ী, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, দীঘি, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন ধারক;

(ঝ) 'জলাভূমি' অর্থ-বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২(৬) ধারা অনুযায়ী, এমন কোন ভূমি যেখানে পানির উপরিতল ভূমিতলের সমান বা কাছাকাছি থাকে বা যাহা, সময়ে সময়ে, স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে এবং যেখানে সাধারণত ভিজা মাটিতে জন্মায় এবং টিকিয়া থাকে এমন উদ্ভিদাদি জন্মায়;

(ঞ) **'পাহাড় ও টিলা'** অর্থ- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২(চচ) ধারা অনুযায়ী, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূ-পৃষ্ট হইতে উঁচু মাটি অথবা মাটি ও পাথর অথবা পাথর অথবা মাটি ও কাঁকড় অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত স্তুপ বা স্থান এবং সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে উল্লিখিত ভূমি;

(ট) **'বনভূমি'** অর্থ- The Forest Act, 1927(Act no. XVI of 1927)'-এর ধারা ২৯-এ বর্ণিত 'Protected Forests' বা সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 'বন' হিসাবে ঘোষিত কোন বন এলাকা;

(ঠ) **'ভূমি'** অর্থ- The State Acquisition & Tenancy Act,1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর ২ ধারার (১৬) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ভূমি;

(ড) **'ভুমি জোনিং'** অর্থ- একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাকে ভূমির বিদ্যমান ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিরূপ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ব্যবহার ভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চলকে সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করাকে বুঝাইবে;

(ঢ) **'ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা'** অর্থ সরকার অনুমোদিত পরিকল্পনা যাহা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করিয়া সর্বোত্তম ভূমি-ব্যবহারের পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং জমির ব্যবহারে মানুষের আচরনকে সুশৃঙ্খল করে ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষার টেকসই বিনির্মানের উপযোগী করে;

(ণ) **'ভূমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস'** অর্থ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণকৃত ইমেজ ও প্রয়োজনে সরজমিনে পরিদর্শন এবং বিশ্লেষণ করিয়া ভূমির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও ভূমিরূপ বিবেচনা করিয়া বিদ্যমান ভূমিকে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা;

(ত) **'সরকার'** বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনে বর্ণিত বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন** ।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণকৃত ইমেজ বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনে সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া ভূমির ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণ করতঃ সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ (Landuse Zoning Map) প্রণয়ন করিবে এবং ভূমির ব্যবহারভিত্তিক বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও ভূমিরূপ বিবেচনা করিয়া বিদ্যমান ভূমিকে বিভিন্ন অঞ্চলে সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া ভূমিকে প্রয়োজনীয় শ্রেণিতে বিভক্ত করিবে এবং জোনিং ম্যাপ ও বিবরণ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

২) বাংলাদেশের সকল ভূমির জোনিং করিতে হইবে এবং ভূমি জোনিং ম্যাপ ভূমি মন্ত্রণালয় অনুমোদন করিবে।

৫। **ভূমি জোনিং এর শ্রেণিবিন্যাস**।—**(১)** ভূমি জোনিং এর উদ্দেশ্যে ভূমিকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইবেঃ

ক) কৃষি (এক ফসলী, দুই ফসলী, তিন ফসলী এবং মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল)
খ) আবাসন (পল্লী বা গ্রামীণ এলাকা এবং শহর বা নগর এলাকা)
গ) শিল্প ও বাণিজ্যিক
ঘ) জলাধার ও জলাভূমি
ঙ) নদী ও নদীর তীর
চ) বনভূমি
ছ) পাহাড় ও টিলা
জ) সড়ক ও রেলপথ
ছ) চা ও রাবার বাগান
ঝ) সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চল
ঞ) চরাঞ্চল

(২) সরকার প্রয়োজনে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপধারা (১) এ বর্ণিত শ্রেণি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৬। **হালনাগাদকরণ**।— সরকার নির্দিষ্ট সময় পর পর ভূমির পরিবর্তন চিহ্নিত করিবে এবং জোনিং ম্যাপ হালনাগাদ করিবে।

৭। **ভূমি ব্যবহার ও জোনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন**।—(১) সরকার বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করিয়া ভূমির ব্যবহার ও জোনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে

(২) সরকার প্রয়োজনে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপধারা (১) এ বর্ণিত পরিকল্পনা হালনাগাদ করিতে পারিবে।

৮। **ভূমি জোনিং কর্তৃপক্ষ গঠন।**—(১) সরকার ভূমির ব্যবহার ও জোনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও হালনাগাদকরনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষের গঠন, কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **কমিটি।**—(১) ভূমি জোনিং এর মাধ্যমে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **কৃষি জমি সুরক্ষা।**— এই আইনের মাধ্যমে সকল কৃষি জমি সুরক্ষা করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত উহার ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না, অধিকন্তু;

(ক) তিন বা তদূর্ধ্ব ফসলী জমিকে কোনো অবস্থাতেই কৃষি ব্যতিত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) এক বা দুই ফসলি জমিকেও কৃষি জমি হিসাবেই ব্যবহার করিতে হইবে; তবে উন্নয়ন প্রকল্প বা শিল্পকারখানা স্থাপন বা অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজনে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি তাহার স্বীয় জমিতে ন্যূনতম পরিমান জমি ব্যবহার করিয়া বসতবাড়ি নির্মাণ করিতে পারিবে।

ঘ) সরকার, দেশের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করিয়া দেশের কোনো অঞ্চল বা এলাকাকে 'বিশেষ কৃষি অঞ্চল' (Exclusive Agricultural Zone) হিসাবে সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

১১। **কৃষি জমি ব্যতিত অন্যান্য জমির সুরক্ষা।**— কৃষি জমি ব্যতিত অন্যান্য জমিও সুরক্ষা করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত উহার ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা ৫(১) এ বর্ণিত বনভূমি, জলাধার, জলাভূমি, নদী ও নদীর তীর, সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড় ও টিলা শ্রেণিসমূহের ভূমি সরকারের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

১২। **দন্ড।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোন ধারা অথবা এই আইনের অধিনে প্রণীত বিধিমালা অমান্য বা লঙ্ঘন করিলে উক্তরুপ কার্যক্রম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড, বা অনধিক ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩। **বিচার।**—(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

১৪। **আমলযোগ্যতা ও অভিযোগ বিচারার্থে গ্রহণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

(২) কোনো আদালত, সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(৩) এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালনকালে ঘটনাস্থলে তাঁর সজ্ঞীয় 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' প্রতিনিধির উপস্থাপিত অফিসিয়াল তথ্য মতে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অপরাধ সংঘটনরত অবস্থায় দেখিলে অথবা তাঁর সমক্ষে এমন অপরাধের পরিনাম উঘাটিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) মোবাইল কোর্ট প্রয়োজন মনে করিলে নেপথ্যে থাকা অপরাধ সংঘটনের নির্দেশদাতাসহ ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের আদেশ দিতে পারিবে।

১৫। **কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কোনো কোম্পানি বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated)হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানি বা ফার্মের মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা- এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে, দোকানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদারী বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১৬। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**— এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা বা জটিলতার উদ্ভব হইলে, সরকার বিদ্যমান অন্যান্য আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয় নিরসন করিতে পারিবে।

১৭। **দায়মুক্তি।**—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি আদালত বা 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' বা এর সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে, আপীল ব্যতীত, কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবে না।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এতদসংক্রান্ত (পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোন লিগাল ইন্সট্রুমেন্ট) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত আইনসমূহের অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য অথবা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো আদেশ, নির্দেশনা অথবা পরিপত্র, ইস্যুকৃত কোনো বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদিত কোনো চুক্তি অথবা দলিল এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারিকৃত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত অথবা সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) চলমান অথবা নিষ্পন্নাধীন কোনো কার্যক্রম এই আইনের অধীন, যতদূর সম্ভব, নিষ্পত্তি করিতে হইবে; এবং

(গ) দায়েরকৃত কোনো মামলা অথবা কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন উক্ত আইনসমূহ রহিত হয় নাই।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইন কার্যকর ও ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**—

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে; এবং

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।